সংবাদ

03 NOV 2007
পৃষ্ঠা ১২

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের তথ্য

শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই বই পৌঁছাবে প্রাথমিক স্তরে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

গতানুগতিক নিয়ম ভেঙে আগামী শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা বছর শুরুর আগেই পাঠ্যপুস্তক হাতে পাচ্ছে। বিগত ১৫ বছরের ইতিহাসে এটা ব্যতিক্রম ঘটনা। এ বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মছির উদ্দিন বলেন, আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বই চলে যাবে এবং ক্লাস শুরু হওয়ার অনেক আগেই শিক্ষার্থীদের হাতে সব বই পৌঁছে যাবে। শিক্ষার্থীরা শুরু থেকেই নতুন বই নিয়ে ক্লাস করতে পারবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের তথ্য মতে, প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দিতে ৪০টি প্রেসে চলছে বই ছাপানোর ও মুদ্রণের কাজ। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড জানিয়েছে ঈদের আগে ৬৬ লাখ ৪ হাজার ৪৫৮ কপি পুস্তক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিতরণ হয়েছে অর্থাৎ মোট চাহিদার ১৫ দশমিক ৮৯ শতাংশ বিতরণ হয়েছে। ঈদের পরে বাকি ২৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৪০ শতাংশ পাঠ্যপুস্তক জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছানো হবে। বাকি বইগুলো মুদ্রণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। বাঁধায়ের কাজ চলছে। আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে জেলা পর্যায়ে বইগুলো চলে যাবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, প্রতি বছর পাঠ্যপুস্তক নিয়ে যে সমস্যা হয় তা এ বছর হবে না।

নতুন শিক্ষাবর্ষে সিলেবাসের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি-না জানতে চাইলে বোর্ড চেয়ারম্যান বলেন, এবার সার্বিকভাবে খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি, তবে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে কিছু পরিবর্তন এসেছে। যার ফলে সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের সিলেবাসে

বই : পৃঃ ২ কঃ ৭

বই : পৌঁছাবে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সম্প্রতি পরিবর্তন এসেছে। হাসান হাফিজুর রহমানের স্বাধীনতা বিষয়ক বইকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ে একটি অধ্যায় পরিবর্তন করা হয়েছে।

এদিকে মুদ্রণকারীরা জানান, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হাতে বই পৌঁছানোর কাজ সম্পন্ন হবে। এ বিষয়ে মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি রব্বানী জব্বার জানান, আমাদের সদস্যরা যে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছেন তাতে বছরের শুরুতেই ছেলেমেয়েরা বই পাবে। আমারা এটা মাথায় রেখেই কাজ করছি।

২০০৮ সালের শিক্ষাবর্ষে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৪ কোটি ১৫ লাখ ৫৬ হাজার ৬২৩ কপি এবং ইবতেদায়ি স্তরের জন্য ১ কোটি ৮৬ লাখ ৪ হাজার ১৬১ কপি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহ করার কাজ করছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। এ কাজের জন্য বোর্ড প্রাথমিক স্তরে ২০০টি এবং ইবতেদায়ি স্তরের জন্য মোট ৪০টি প্যাকেজে ভাগ করে। এ প্যাকেজের আওতায় প্রাথমিক এবং ইবতেদায়ি স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও জেলা পর্যায়ে সরবরাহের কাজকে ভাগ করা হয়।